Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual-Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-2 Issue-1 July 2023
ISSN 2583-6706 (Online)

প্রতি ভাষণ : সত্তর বছরের কবির সম্বর্ধনার জবাব

লায়েক আলি খান

Link : https://rb.gy/ey1yx

সারসংক্ষেপ : নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরে বঙ্গাবাসীদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ সংবর্ধিত হন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে ছাত্রছাত্রীদের প্রদত্ত সম্মাননা। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ ভাষণ দেন। সেটিই বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

সূচক শব্দ : রবীন্দ্রনাথ, ব্যক্তিজীবন, কবিজীবন।

“বাহির হইতে দেখোনা এমন করে / আমায় দেখোনা বাহিরে”

কবির এই কথা মনে রেখে রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্য পর্যবেক্ষণ করা দরকার। কবি ও কর্মী রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ আশি বছরের জীবনকে চালিত করেছে একটি বিশিষ্ট অনুভব তা হলো ‘প্রেম’। এই প্রেমই তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনের চালিকাশক্তি। ব্যক্তিপ্রেমের যে বিশুদ্ধ অনুভব তাঁর কবিতায় ‘মানসী’ কাব্যের সময় থেকে জন্ম নিয়েছে তাই ক্রম পরিণত হয়ে তাঁর ‘শেষ লেখা’ অবধি সঞ্চারিত। এরই সূত্র ধরে তাঁর মর্ত্যানুরাগ ও জীবন প্রীতি, স্বদেশপ্রেম তাঁর মানব কল্যাণের চিন্তারূপ পরিগ্রহ করেছে,বলা বাহুল্য।

এই রবীন্দ্রনাথকে সবাই যে প্রথমাবধি সসম্মানে গ্রহণ করেছি তা কিন্তু নয়। আজ তাঁর ১৬৩তম জন্ম বৎসরে একথা বুঝিয়ে বলাও অসম্ভব যে বঙ্গাভূমিতেই রবীন্দ্রনাথ কম সমালোচিত ও নিন্দিত ছিলেন না। জ্যোতির্ময় রবিকে ঘিরে ‘কালো মেঘের দল’ ছিল অনবরত সক্রিয়। তাই তাঁর ৫৩ বছরে নোবেল প্রাপ্তির পর যখন কলকাতার কোনো গোষ্ঠী শান্তিনিকেতনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন তাতে ক্ষুব্ধ কবি খুব স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন, বিদেশ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার পর তাঁরা এসেছেন সম্মান জানাতে। এতদিন ত এই কাজ দেশের মানুষ করেন নি। — বলা বাহুল্য এ কাজ কবির স্বভাব বিরুদ্ধ। কিন্তু সেদিন এমন আচরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। কেননা তিনি তো মানুষ। দেবতা নন।

আর তাঁর বয়েসের ৭০ বছর পূর্তিতে তাঁকে সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন দেশের মানুষ। সে সম্বর্ধনার তালিকাও দীর্ঘ। এখানে তা উদ্ধার করা যেতে পারে :

১। কলিকাতা পৌরসভা
২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
৩। হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন
৪। প্রবাসী বঙ্গাসাহিত্য সম্মেলন
৫। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট
৬। সেনেট হলে অভিনন্দন

এইসব অভিনন্দনের উত্তরে কবিকে বিনম্র ভাষণ দিতে দেখি। লক্ষণীয় এর মধ্যে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের অভিনন্দন ছিল হিন্দি ভাষায়। তবে এতগুলি অভিনন্দনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিভাষণটি কবি দিয়েছেন ১৭ পৌষ ১৩৩৮এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দনের উত্তরে। ১৩৩৮এর বিচিত্রা পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় ‘প্রতিভাষণ’

ISSN 2583-6706 (Online)

শিরোনামে এই দীর্ঘ ভাষণটি মুদ্রিত।

৭০ বছর পেরোনো কবি তাঁর বক্তব্যের সূচনায় চলে গেছেন তাঁর পারিবারিক স্মৃতিচারণায়। এর সূত্রে তিনি চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন কোন্ সময়ে, কাল স্রোতের কোন্ পটভূমিকায় তিনি জন্মেছিলেন। ঠাকুর পরিবারের একদা ঐশ্বর্যের স্তিমিত আধো আলো আধো আঁধারিতে যে নতুন পারিবারিক আবেষ্টনী তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য ছিল। কবি জানান : "আমি ধনের মধ্যে জন্মাইনি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না। এই নিরালায় এই পরিবারের যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক, — মহাদেশ থেকে দূর বিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মতো। তাই আমাদের ভাষায় একটা কিছু ভঙ্গী ছিল কলকাতার লোকে যাকে ইসারা করে বলত ঠাকুরবাড়ির ভাষা, পুরুষ ও মেয়েদের বেশভূষাতেও তাই, চাল চলনেও।" (বিচিত্রা, পৌষ, ১৩৩৮)

কলকাতায় সে সময়ে শিক্ষিতরা ইংরেজি ভাষার মোহে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করেছেন। কিন্তু ঠাকুরবাড়িতে সে ভাষাকে পূর্ণ মর্যাদায় গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্যদের মতো বাংলা কেবল অন্দরমহলের বা মহিলাদের ভাষা ছিল না। ঠাকুর পরিবারে পুরুষেরা ইংরেজি সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করলেও বাংলার প্রতি সকলেই ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। অন্যদিকে পুরাণ ও উপনিষদের চর্চায় এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল তাঁদের পরিবার। স্বদেশপ্রীতি ও দেশাত্মবোধের চর্চাতেও অগ্রণী ছিল ঠাকুরবাড়ি। আর ছিল রূপকথা ও লোক সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ।

চিরকাল স্কুল-পালানো ছাত্র ছিলেন কবি। স্বীকার করেন, তাঁর ভাবীকাল সম্বন্ধে মাস্টার মশায়েরা ছিলেন হতাশ। এই পরিবেশেই বড় হওয়া বালক তরুণ কবি শিখে ফেলেছিলেন কবিতা রচনার কৃৎকৌশল। মুক্ত ভাবে বহুমুখী পড়াশোনা ও সাহিত্য চর্চা দিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর সাহিত্যকর্ম।

সেদিনগুলির খ্যাতিহীনতার প্রথম প্রহর কেটে গেলে একদিন খ্যাতি এসে অনাবৃত মধ্যাহ্ন রৌদ্রে টেনে বের করলে তাঁকে। মনে পড়ে 'শেষ সপ্তক' কাব্যের ৪৩ সংখ্যক কবিতা। যেখানে পঁচিশে বৈশাখ-এর কবিতায় প্রায় একই কথা বলবেন কবি :

একতারা ফেলে দিয়ে
কখনো বা নিতে হল ভেরী।
খর মধ্যাহ্নের তাপে
ছুটতে হল
জয়পরাজয়ের আবর্তনের মধ্যে।

পায়ে বিঁধেছে কাঁটা,
ক্ষত বক্ষে পড়েছে রক্তধারা।
নির্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ
আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে—
জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে
নিন্দার তলায়, পঙ্কের মধ্যে।

বিদ্বেষে অনুরাগে
ঈর্ষায় মৈত্রীতে,
সংগীতে পরুষ কোলাহলে
আলোড়িত তপ্ত বাষ্পনিশ্বাসের মধ্য দিয়ে
আমার জগৎ গিয়েছে তার কক্ষপথে।

Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual-Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
ISSN 2583-6706 (Online)
Volume-2 Issue-1 July 2023

এই ভাষণে কবি আরো বলেন, খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে গ্লানি এসে পড়ে তাও তাঁর ভাগ্যে এসে পড়েছে অনেক বেশি।

"এমন অনবরত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর কোনো সাহিত্যিককেই সইতে হয়নি।... আমার কর্মপথের যাত্রা সত্তর বছরের গোধুলি বেলায় একটা উপসংহারে এসে পৌঁছল। আলো ম্লান হবার শেষ মুহূর্তে এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের দ্বারা দেশ আমার দীর্ঘ জীবনের মূল্য স্বীকার করবেন।"

জানালেন,

"আমার জীবনের সমাপ্তি দশায় এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের যদি কোনো সত্য থাকে তবে তা এই তাৎপর্য নিয়ে। আমাকে গ্রহণ করার দ্বারা দেশ যদি কোন ভাবে নিজেকে লাভ না করে থাকে তবে আজকের এই উৎসব অর্থহীন।

"আজ সত্তর বছর বয়েসে সাধারণের কাছে আমার পরিচয় একটা পরিণামে এসেচে। তাই আশাকরি যারা আমাকে জানবার কিছু চেষ্টা করেচেন এতদিনে তাঁরা একথা জেনেছেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি।...

"মর্ত্যলোকের শ্রেষ্ঠ দান এই প্রীতি আমি পেয়েচি একথা প্রণামের সঙ্গে বলি। পেয়েচি পৃথিবীর অনেক বরণীয়দের হাত থেকে — তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা নয়, আমার হৃদয় নিবেদন করে গেলেম। তাঁদের দক্ষিণ হাতের স্পর্শে বিরাট মানবেরই স্পর্শ লেগেচে আমার ললাটে — আমার যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা তাঁদের গ্রহণের যোগ্য হোক।

"আর আমার স্বদেশের লোক যাঁরা অতি নিকটের অতি পরিচয়ের অস্পষ্টতাকে ভেদ করেও আমাকে ভালোবাসতে পেরেছেন, আজ এই অনুষ্ঠানে তাঁদের বহু যত্নরচিত অর্ঘ্য সজ্জিত। তাঁদের সেই ভালোবাসা হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করি।

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা।
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।
...
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা —
ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা —
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের প'রে।"

৪৪ বছর বয়েসের দিকে লেখা (এলাহাবাদ, ২ কার্তিক ১৩২১ সন্ধ্যায়) গীতালির ১০৭ সংখ্যক এই কবিতা সংযুক্ত করেছেন কবি তাঁর ৭০ বছর পূর্ণ করা জন্মদিনের ভাষণে। সেদিনকার কবিতায় জীবন বোধের যে পূর্ণতা ও পরিণামমুখিতা ছিল আজও কবির জীবনে তা সম্পূর্ণ মেলে বলে এ ভাষণে তা যোগ করে দেন কবি।

দীর্ঘ এই সংবেদনশীল ভাষণের শেষে স্তব্ধবাক্ শ্রোতাদের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল পত্রিকায় লেখা নেই। উপস্থিত মানুষজনের স্মৃতিচারণায় থাকতে পারে। সেই ভাষণের প্রায় শতবর্ষ পরের (৯২ বছর হিসেব মতো) পাঠক হিসেবে আমরা নির্বাক হয়ে অনুভব করি এক সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথকে। শৈশব কৈশোরের বৃত্ত থেকে বৃহত্তর সংসারের এক ক্রমনির্মিত শিল্পী ও মর্ত্য অনুরাগী কবিকে। জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে তিনি তাঁর শ্রদ্ধা ভালোবাসা ও মুগ্ধতা দিয়ে একান্ত বেঁধে রাখতে চান তাঁর জন্মজন্মান্তরের পৃথিবী, তাঁর বসুন্ধরাকে।

লেখক পরিচিতি :
অধ্যাপক লায়েক আলি খান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন 'নজরুল প্রফেসর' এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। কবি এবং গদ্যকার। রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ। বৈষ্ণবসাহিত্য বিশেষজ্ঞ। অনুবাদক। পত্রিকা-সম্পাদক। বিভিন্ন পুরস্কারে সম্মানিত। উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ এবং প্রবন্ধের রচয়িতা